দৈনিক ইত্তেফাক
24 JUN 2007

ব্র্যাকের আয়োজনে

স্কুল বিতর্ক

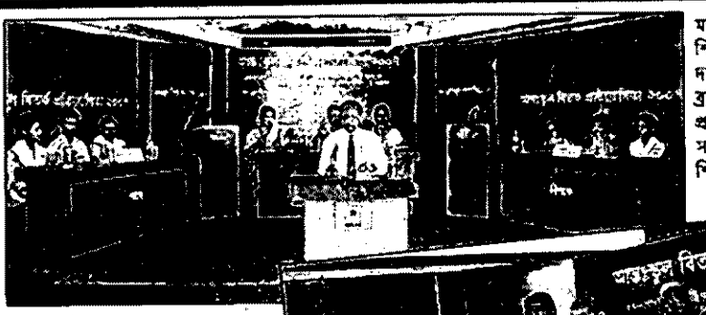

বিতর্ক চর্চা প্রতিযোগীদের জন্য অযুত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিযোগী অন্যের বক্তব্য শোনার প্রতি আগ্রহী হয়। শুধুমাত্র কথার ফুলঝুড়ি নয়, যুক্তি দিয়ে অপরের যুক্তিখণ্ডন করে কীভাবে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, সেটি শিখতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কীভাবে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয় এই কৌশলটিও জানতে পারে। প্রতিযোগীদের মধ্যে একটি দলীয় চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে দলকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দলনেতাও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে পারে। পরিশেষে, বিজয়ী এবং বিজিত উভয়দলই শিখতে পারে, জয় বা পরাজয় কোনোটাতেই আবেগে আপ্লুত হবার কিছু নেই। পরাজয় সহজে মেনে নেবার শিক্ষা তাই বিতর্ক অনুশীলনের অন্যতম প্রধান একটি দিক।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচী দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। সারাদেশে ব্র্যাকের ৩৪,০০০ স্কুল উপানুষ্ঠানিক ধারায় ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে আসছে। এর পাশাপাশি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নের লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পূরক হিসেবে ব্র্যাক-পেইস বিগত ২০০২ সাল থেকে গ্রামবাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাক পেইস যেমন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, তেমনি অন্যান্য শিক্ষকদের গণিত, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এরই পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা যেন মেধায় মননে বিকশিত হয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, সে জন্য মেন্টরিং নামে একটি কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এখানে ছাত্রছাত্রীরা একটি ছোট দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় নিজেরাই নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকা, ক্লাসে মনোযোগী হওয়া, সবগুলো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ছাত্র হিসেবে নিজেদের দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। বিতর্ক চর্চা সেই সহপাঠক্রমিক কাজগুলোর অন্যতম। প্রশিক্ষণ শেষে স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যেন নিয়মিত বিতর্ক অনুশীলন করতে উৎসাহী থাকে, এজন্য ব্র্যাক পেইস নির্ধারিত সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

এবার চূড়ান্ত পর্বে রাজশাহীর গোদাগাড়ীর ভাটোপাড়া বালিকা বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। রানার্স আপ হয়েছে মাদারীপুরের কালকিনির সৈয়দ আবুল হোসেন একাডেমি। রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার মিলনায়তনে গত বৃহস্পতিবার আয়োজিত প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল অধ্যবসায় নয়, কেবল মেধা থাকলেই পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়। এতে সেরা বক্তা নির্বাচিত হয়েছেন বিপক্ষ দলের ভাটোপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের নুসরাত জাহান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন ফজলে হাসান আবেদ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ।

এছাড়াও বক্তৃতা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচীর পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হোসেন ও উপনির্বাহী পরিচালক মো. আমিনুল আলম।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন নটরডেম কলেজের ফাদার আদম, হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের রাশিদ আরা বেগম এবং রাজউক উত্তরা মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজের শারমীন রহমান।

উল্লেখ্য, এ আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সারা দেশের ৯৯টি স্কুল অংশ নেয়। ফাইনাল পর্বের আগে অন্তঃস্কুল, আন্তঃস্কুল, উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং সেমিফাইনাল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।